



100148 - মুসলমি ময়ে খ্রিস্টিান ছলেকে ভালবাসে এবং ববিহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চায়

প্রশ্ন

আমি বিশি বছর বয়সী মুসলমি ময়ে। আমি একজন বদিশী খ্রিস্টিান ছলেকে ভালবাসি, সে আরবী বলতে পারে না। আমার জন্যে খ্রিস্টিান ছলে সাথে ববিহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ক জায়যে; যদি আমার ধর্ম নরিপদে থাকে। আমি পরপূর্ণ নশ্চিতি য়ে, আমার ইসলামের উপর তা কোন প্রভাব ফলেবে না। এ প্রশ্নের উত্তর যদি 'না-বোধক' হয়; তাহলে আমি কভাবে তাকে ইসলামের দিকে আহ্বান করতে পারি? আপনাদের নকিট ক ইসলামের দিকে আহ্বান করার সংস্থা আছে; যাত আমিতাকে সসেব সংস্থাতে যোগে দিতে বলতে পারি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

মুসলমানদের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছ- কোন মুসলমি নারীর জন্য কাফরের সাথে ববিহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া জায়যে নই। সে কাফরে ইহুদী হোক, খ্রিস্টিান হোক, কথিবা অন্য কছি হোক। আল্লাহ তাআলা বলেন: “ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরকি পুরুষদের সাথে বিয়ে দিও না। মুশরকি পুরুষ তোমাদেরকে মুগ্ধ করলেও অবশ্যই মুমনি ক্রীতদাস তার চয়ে উত্তম। ওরা জাহান্নামের দিকে ডাকে; আর আল্লাহ তোমাদেরকে নজি ইচ্ছায় জান্নাত ও কষমার দিকে ডাকনে এবং তিনি মানুষের জন্য তাঁর আয়াতমালা (নদির্শনাবলি) সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করনে, যাত তারা শক্িয়া নতিে পারে।” [সূরা বাকারা, আয়াত: ২২১] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: “অতঃপর যদি তোমরা জানতে পার য়ে, তারা মুমনি নারী, তবে তাদেরকে কাফরিদের কাছ ফেরত পাঠিয়ে দিও না। মুমনি নারীগণ কাফরিদের জন্য বধৈ নয় এবং কাফরিগণ মুমনি নারীদের জন্য বধৈ নয়।” [সূরা মুমতাহিনা, আয়াত: ১০]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন: “মুসলমানগণ একমত য়ে, কোন কাফরে মুসলমান থেকে মরিছ (পরতিযক্ত সম্পত্তি) পাবে না। কোন কাফরে মুসলমি ময়েকে বিয়ে করতে পারবে না।” [আল-ফাতাওয়া আল-কুবরা (৩/১৩০) থেকে সমাপ্ত]

এছাড়াও এটিনাজায়যে হওয়ার কারণ হচ্ছ- “ইসলাম মাথা উঁচু করতে এসছে; মাথা নত করতে নয়” যমেনটি বলছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। [হাদসিটি দারাকুতনী বর্ণনা করছেন এবং আলবানী সহি জামে গ্রন্থে (নং ২৭৭৮) হাদসিটিকে 'হাসান' আখ্যায়তি করছেন]



সত্রীর উপর স্বামীর কর্তৃত্ব রয়েছে। তাই কোন মুসলিম নারীর উপর কাফরকে কর্তৃত্ব দায়ো নাজায়যে। কারণ ইসলাম সত্য ধর্ম; ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম বাতলি। যদি এ বধিান জনেশুনে কোন মুসলিম ময়ে কাফরেরে সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় তাহলে সে ময়ে ব্যভচারী গণ্য হবে। তার শাস্তি হচ্ছে- ব্যভচারিনীর শাস্তি। আর যদি নি জনে বয়িতে জড়িয়ে যায় তাহলে সে নারীর অপারগতা গ্রহণযোগ্য; তবে তালাক ছাড়াই তাদের দুজনের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করা ফরজ। কারণ এ বয়ি বাতলি।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে বলতে চাই, যে মুসলিম নারীকে আল্লাহ তাআলা ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করছেন তার উপর ফরজ ও তার অভিভাবকের উপর ফরজ এ ধরণে সম্পর্ক করা থেকে সাবধান হওয়া, আল্লাহ তাআলার দায়ো সীমারখে লঙ্ঘন না করা, ইসলামকে নিয়ে গঠিববোধ করা। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর যে কটে সম্মান-প্রতপিত্তি চায়, তবে সকল সম্মান-প্রতপিত্তিরি মালকি তো আল্লাহই।”[সূরা ফাতরি, আয়াত: ১০]

আমরা এই নারীকে উপদশে দচ্ছি তিনি যনে এ খ্রিস্টান ছলেরে সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করনে। কারণ কোন নারীর জন্য বগোনা কোন পুরুষের সাথে সম্পর্ক করা নাজায়যে। ইতপূর্ববে নং 23349 প্রশ্ননোত্তরে সে বধিান উল্লখে করা হয়েছে।

আর যদি সে খ্রিস্টান ছলে নজিরে মন থেকে আগ্রহী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে তখন সে ছলেরে সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে কোন আপত্তি নই; যদি তার অভিভাবক এতে রাজী হন।

আমরা এ নারীকে সে উপদশে দচ্ছি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে নরিদশে দয়িছেন, সে যনে দ্বীনদার ও চরিত্রবান ছলে নরিবাচন করে।

আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি তিনি যনে, তার দৃষ্টিভিগ্গি সংশোধন করে দনে, তাকে প্রজ্ঞা দান করনে।

আল্লাহই ভাল জাননে।